



166428 - পতিমাতা সন্তান না-নয়োর নরিদশে দলিে তাদরে সনে নরিদশে মানা ওয়াজবি নয়

প্রশ্ন

যদি স্ত্রী তৃতীয় সন্তান নতিে চায় এবং স্বামী বলে যে, তুমি যা চাও সটো কর। কনিতু স্ত্রী বুঝতে পারছে যে, স্বামী সন্তান নতিে চায়; কনিতু সমস্যা হলো স্ত্রীর মা এ বিষয়টাকে একবোরোে প্রত্যাখ্যান করে এবং স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে; হতে পারে এ কারণে সম্পর্কও ছনিন করবে। আপনারা এ স্ত্রীকে কি উপদশে দবিনে? সকেিতার নজিরে ইচ্ছা বাস্তবায়ন করে সন্তান নবি; নাকি সন্তান না নিয়ে তার মায়েরে আনুগত্য করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

ইসলামী শরীয়া বংশধর বাড়ানোর ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে। যহেতে বংশধর বাড়ানোর মধ্যে উম্মাহর শক্তি ও দাপট নহিতি এবং এর মাধ্যমে কয়ামতেরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গটোরব করবনে। ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেনে (২০৫০) মা'কলি বনি ইয়াসার (রাঃ) থেকে; তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা প্রমেময়ী ও অধিক সন্তানপ্রবসকারনী নারী বয়িে কর। কনেনা আমিতোমাদরে আধিক্য নিয়ে গটোরব করব।” [আলবানী ‘ইরওয়াউল গালিলি’ গ্রন্থে (১৭৮৪) হাদিসটিকে সহহি বলছেন]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

মুসলমানদেরে উচতি সাধ্যানুযায়ী সন্তান বাড়ানো। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দকি নরিদশেনা দয়িছেনে তাঁর এ বাণীতে: “তোমরা প্রমেময়ী ও অধিক সন্তানপ্রবসকারনী নারী বয়িে কর। কনেনা আমিতোমাদরে আধিক্য নিয়ে গটোরব করব।” এবং কনেনা সন্তানেরে সংখ্যাধিক্য মানো উম্মতেরে সংখ্যাধিক্য। উম্মতেরে সংখ্যাধিক্য উম্মতেরে কমতা। এজন্য আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাঈলেরে প্রতি তাঁর অনুকম্পাকে স্মরণ করয়িে দতিে গয়িে বলেন: “এবং তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করছেলাম।” [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ৬] এবং শূআইব আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলছেন: “আর স্মরণ কর, যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে। আল্লাহ তোমাদেরে সংখ্যা বাড়য়িে দলিনে।” [সূরা আরাফ, আয়াত: ৮৫] কটে অস্বীকার করতে পারবে না যে, উম্মতেরে সংখ্যাধিক্য উম্মতেরে শক্তি ও শৌর্যবীর্যেরে মাধ্যম। মন্দধারণা পোষণকারীগণ যো ধারণা পোষণ করে যে, উম্মতেরে সংখ্যাধিক্য দারদির ও অনাহারেরে কারণ এর বপিরীত। [ফাতাওয়া ইসলামিয়া (৩/১৯০) থেকে



সমাপ্ত]

দুই:

পতিমাতার পক্ষ থেকে সন্তান না-নয়োর নরিদশে মানা সন্তানরে উপর আবশ্যক নয়। আর তা দুটো কারণে:

প্রথম কারণ: এই নরিদশে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নরিদশেরে সাথে সাংঘর্ষকি।

দ্বিতীয় কারণ: সন্তান নয়ো স্বামী-স্ত্রী উভয়রে যৌথ অধিকার। তাই তাদরে একজনরে এ অধিকার নাই যবে, এ বধিয়ে অন্যরে অধিকারে অন্যায় হস্তক্ষেপে করবে। তা সত্বেও স্ত্রীর উচতি তার মায়রে সাথে কামল আচরণ করা এবং তার সাথে কথাবার্তায় কামল হওয়া।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।